বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে লতি উৎপাদনশীল পানিকচুর দুটি জাত অবমুক্ত হয়েছে। বারি পানিকচু-১ (লতিরাজ) ও বারি পানিকচু-২। বীজ অথ্যাৎ পানিকচুর চারার প্রাপ্তির স্থান-

১. কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর

২. আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, জামালপুর, যশোর, রহমতপুর (বরিশাল)

৩. কন্দাল ফসল গবেষণা উপ-কেন্দ্র, বিএআরআই, সেউজগাড়ী, বগুড়া।

যেখানে সবসময় পানি জমে থাকে এমন নিচু জমিতে পানিকচু চাষ করা লাভজনক নয়। সর্বোচ্চ ৮-১০ সেমি (৩-৪ ইঞ্চি) পর্যন্ত পানি জমে থাকলে পানিকচু চাষ করা যায়, সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পানি নাড়া চাড়া করে দিতে হবে। তবে জমি থেকে মাঝে মাঝে পানি বের করে শুকনা রাখা প্রয়োজন, বিশেষ করে চারা লাগানোর দুই মাসের মধ্যে। পানি সবসময় জমিতে আটকে থাকলে গোড়া পঁচা, রাইজোম পঁচা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

এক বিঘা জমিতে লতি কচুর চারা লাগবে ৫,০০০টি

ড. মো: ছামছুল আলম

ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র

বারি, গাজীপুর।